যুগান্তর

তারিখ ... 07 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৬

বাসে শিক্ষার্থীদের 'হাফ ভাড়া' মন্ত্রীর নির্দেশ কেউ মানে না

রাফসান জানি

'সরকারি পরিবহন বিআরটিসিসহ অন্য বাসে শিক্ষার্থীরা হাফ ভাড়া দেবে। তাদের কাছ থেকে বাসগুলো হাফ ভাড়া না নিলে সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ করবেন। ব্যবস্থা নেয়া হবে।' ২০১৫ সালের ১৯ অক্টোবর কথাগুলো বলেছিলেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। ওইদিন রাজধানীতে বিআরটিসি কার্যালয়ে ডিপো ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ নির্দেশ দেন। মন্ত্রী নির্দেশ দেয়ার পর প্রায় আট মাস পেরিয়ে গেলেও স্বেচ্ছায় কোনো বাসে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেয়া হচ্ছে না হাফ ভাড়া। উল্টো ভাড়া নিয়ে বাসের কনডাক্টর ও চালকদের সঙ্গে প্রতিদিনই বাকবিতণ্ডা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। কখনও কখনও তা পৌঁছে যাচ্ছে হাতাহাতিতে।

সরেজমিনে রাজধানীর বেশ কয়েকটি এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, মিরপুর থেকে উত্তরাগামী বেশ কিছু বাস রয়েছে। এসব বাসের কোনোটিতেই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে হাফ ভাড়া নেয় না। একই অভিযোগ রয়েছে, প্রজাপতি, নিউ পল্লবী কিংবা নতুন বাজারগামী আকিক পরিবহন বা জাবালে নূর পরিবহনের বিরুদ্ধে। মিরপুর থেকে গুলিস্তানগামী তানজিল, দিশারীসহ অন্যান্য রুটের বিহঙ্গ, জাবালে তুর, শিকড়, বিকল্পসহ প্রায় সব বাসেই শিক্ষার্থীদের হাফ ভাড়া নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হয়। কয়েকটি বাস শিক্ষার্থী দেখলে তাদের বাসে না তোলার অভিযোগ রয়েছে।

বাস মালিকদের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে হাফ ভাড়া নেয়ার বিষয়ে কোনো নির্দেশনা না থাকায় তারা অতিরিক্ত ভাড়া নিচ্ছেন বলে জানান ড্রাইভার-কনডাক্টররা। এ ব্যাপারে তানজিল বাসের কনডাক্টর জামাল বলেন, আমরা গাড়িতে মালিকের হইয়া কাজ করি। মালিক হাফ ভাড়া নিতে বলে নাই, আমরাও নেই না।

মন্ত্রী ভুল বলেছেন এমনটি দাবি মিরপুর লিংক লিমিটেড বাসের টিকিট চেকার মাহবুবের। তিনি বলেন, 'মন্ত্রী প্রথমে ভুল করে সব বাসের কথা বলছেন। পরে শুধু সরকারি বিআরটিসি বাসে ছাত্রদের কাছ থেকে হাফ ভাড়া নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এটা আমাদের সিটিং সার্ভিসের জন্য নয়। এখানে পুরা ভাড়াই দিতে হবে।'

হাফ ভাড়া নেয়ার কোনো সিস্টেম নেই বলে জানিয়েছেন কলাবাগান থেকে তাঁতীবাজারগামী মেঘলা ট্রান্সপোর্টের টিকিট বিক্রেতা দীপু।

রাজধানীতে সব সাধারণ পরিবহনেই শিক্ষার্থীদের জন্য হাফ ভাড়ার কথা মন্ত্রী নির্দেশ দিলেও সিটিংয়ের নামে হাফ পাস উঠিয়ে বিপাকে ফেলছে শিক্ষার্থীদের। এসব বাসে হাফ ভাড়া নেয়া হয় না।

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে হাফ ভাড়া নেয়ার নির্দেশ দেয়ার পরও বিভিন্ন রোডের বাসে 'হাফ পাস নাই' লেখা স্টিকার দেখা গেছে। তারা অনেকটা ঘোষণা দিয়েই হাফ ভাড়া নিচ্ছে না বলে অভিযোগ বাসে চলাচলকারী সাধারণ শিক্ষার্থীদের। পল্লবী-ঢাকেশ্বরী নিউ ঢাকা লিঃ, বিকল্প সিটি সুপার, সেফটি, মোহাম্মদপুর-মতিঝিল এটিসিএল, মোহাম্মদপুর-আরমবাগ মৈত্রী, মোহাম্মদপুর-বনশ্রী তরঙ্গ প্লাস, ভিআইপি ২৭, রংধনু, মিরপুরের আকিক পরিবহন, জাবালে নূরসহ অধিকাংশ বাসেই শিক্ষার্থীদের গুনতে হচ্ছে অতিরিক্ত ভাড়া।

এ বিষয়ে যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল হক যুগান্তরকে বলেন, মন্ত্রী রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল এবং মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এসব বলেছেন। তিনি এসব না বলে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করলেই গণপরিবহনগুলো শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে হাফ ভাড়া নিতে বাধ্য হবে। ■